দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 14 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বইমেলা এবং বইবিহীন জীবন

খুলনায় একুশে বইমেলা শুরু হয়েছে। শনিবার জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক খবরে জানা গেল এ কথা। ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এ মেলা। অর্ধশতাধিক স্টল রয়েছে মেলায়। মেলা উপলক্ষে সেখানে নেয়া হয়েছে বিশেষ কিছু কর্মসূচী। প্রতিদিন সেখানে বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও শিশুদের জন্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা রয়েছে।

বইমেলা যেখানেই হোক, একটা আনন্দের সংবাদ। রাজধানীতে চলছে একুশের বইমেলা। এই মেলাও চলবে মাসব্যাপী। এ মেলা দেশের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক আয়োজন। অগণিত লোকের নিত্য যাওয়া-আসা এ মেলায়। শুধু রাজধানীর লোকই নয়, সারাদেশের বহু এলাকা থেকে লোকজন আসেন এ মেলায়। এ উপলক্ষে প্রবাসী অনেক বাঙালীও আসেন ঢাকায়।

বইমেলা মানে বইয়ের মেলা। বই মানে জ্ঞান, আনন্দ, বিনোদন—এই কথাগুলো সাধারণভাবে সব সময় উচ্চারিত হয়। একটু ভাল করে চিন্তা করলে দেখা যাবে, বই হচ্ছে উন্নয়নের ভিত্তি, এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি। আজকের দুনিয়ার অনেক দেশ ধনসম্পদে, জ্ঞানগরিমায় অনেক উন্নতি করেছে আমরা জানি। দেখা যাবে ওদের উন্নতির পথে বড় একটা অবলম্বন হচ্ছে বই। বইয়ের হাত ধরে ওরা এগিয়ে গেছে, এখনও ওরা বইয়ের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে আরও সামনের দিকে। উন্নত যে কোন দেশের দিকে তাকালে দেখা যাবে ওরা উন্নতির ফল ভোগ করছে ঠিকই কিন্তু বইকে পরিত্যাগ করেনি। বই ওদের নিত্যসঙ্গী। ওরা বই কেনে, বই পড়ে। বই যাতে দ্রুত সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে তার চমৎকার ব্যবস্থাও ওসব দেশে আছে। ওসব দেশে নানা ধরনের, নানা বিষয়ের এবং নানা বিষয়ে গবেষণার বই বের হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সর্বশেষ গবেষণার ফল নিয়ে লেখা বইও হরদম প্রকাশিত হয়। মানুষের হাতে দ্রুত সে সব বই পৌঁছে যায়। ওসব দেশেও হয় বইমেলা। সে সব মেলায় নানা দেশের প্রকাশনা সংস্থা যোগ দেয়। অর্থাৎ বই নিয়ে জগতজোড়া কারবার পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এখনও হয়। ওরা বইকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। বই ম্যাগাজিন খবরের কাগজ—এসব ওদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে রয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার বহু দেশে কত বিষয়ে যে ম্যাগাজিন বের হয় তার ইয়ত্তা নেই। এত সুন্দর কাগজ এত সুন্দর ছাপা নানা বিষয়ের ম্যাগাজিন। খবরের কাগজও বের হয় অনেক। শোনা যায়, ইউরোপের কোন কোন দেশে খবরের কাগজের জন্য কোন দাম দিতে হয় না। ষাট-সত্তর বা এক শ' পৃষ্ঠার খবরের কোন কোন কাগজ বাসে, ট্রামে, ট্রেনে রেখে দেয়া হয় পাঠকদের জন্য। ঐসব কাগজ এমনিতেই লাভজনকভাবে চলে এবং এত বিজ্ঞাপনের পয়সা পায় যাতে কাগজের দাম ধরার দরকার হয় না। অনেক দেশে কাগজ বিশেষ বিশেষ জায়গায় রাখা থাকে, লোকে এসে নিজেরা নির্দিষ্ট জায়গায় পয়সা দিয়ে কাগজ নিয়ে যায় এবং কোথায় কি ঘটল না ঘটল সব খবর মন্তব্য আলোচনা সবকিছু সম্পর্কে জানতে পারে। উন্নত দেশগুলোর এসব ব্যবস্থা দেখে যেমন তাদের উন্নত সমাজের ছবিটা পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় পত্রিকাপ্রাপ্তির ব্যাপারে চমৎকার ব্যবস্থার ছবিও। এসব ব্যবস্থা একদিনে হয়নি। সে ব্যবস্থা ওরা গড়ে নিয়েছে। সে ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে অনেক কিছুর মতো বই এবং পত্রপত্রিকার ভূমিকা ছিল এবং উন্নতির পরেও তারা বই, ম্যাগাজিন এবং পত্রিকাটা ছাড়েনি। ওগুলো এখনও তাদের নিত্যসঙ্গী হয়েই রয়েছে। সেজন্যই দেখা যাচ্ছে, বইয়ের গুরুত্ব কি বিরাট এবং এই কারণে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে বইমেলা।

আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দুটো বইমেলার একটি ঢাকা বইমেলা। ওটাও বছর বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওটাও খুব ভাল উদ্যোগ। ওটার জন্য একটা নির্দিষ্ট তথা স্থায়ী জায়গা হলে ভাল হয়।

তবে আমাদের প্রধান বইমেলা বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলা। একুশের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি জিনিসই আমাদের খুবই প্রিয়। কারণ একুশের ব্যাপারটা আমাদের অন্তরের সঙ্গে জড়িয়ে। সেই আমলে আমাদের সংস্কৃতির ওপর টান পড়েছিল; আমাদের জীবনধারা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধরে নাড়া দিয়েছিল ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে— সেই কারণে বায়ান্নর অমর একুশের সৃষ্টি। সুতরাং এই একুশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু আমাদের প্রাণের বিষয় তো হবেই। এই একুশ আমাদের পথ দেখিয়েছে স্বাধিকারের, স্বাধীনতার। এই একুশই আমাদের পথ দেখাবে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন যুগ নতুন নতুন উন্নয়নের দেশের সামগ্রিক হোক, প্রতিটি মেলাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মেলার প্রধান গুরুত্ব বইতে। অনেক বই প্রকাশিত হচ্ছে মেলা উপলক্ষে। মানুষ এসে বই দেখছে, কিনছে, পড়ছে, উপহার দিচ্ছে। এটা যতটুকুই হয় সবটাই গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে আছে যোগাযোগ তথা মিলনের ব্যাপার। বহু ক্রেতা, পাঠক, ছাত্র, লেখক, কবি, প্রকাশক নিয়মিতভাবে একটি স্থানে মিলিত হতে পারছেন, কথা হচ্ছে, গল্প, আড্ডা, আলোচনা হচ্ছে—এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে বইমেলার প্রধান গুরুত্ব তার বইয়ে। প্রতিটি মেলায় অনেক বই বিক্রি হয় যে আশায় স্টল দেয়া হয়। বেচাকেনা ভাল চললে নতুন বই প্রকাশে উৎসাহী হয় প্রকাশ করা। পরের বছর মেলার জন্য প্রস্তুতি থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, বই খুব বেশি বের হচ্ছে এ কথা এখনও বলা যাবে না। কিছু প্রকাশক যারা ভাল বই, সাহিত্য সংস্কৃতি এবং ভাষার উন্নয়ন ও বিকাশের সহায়ক বই বের করলেও অন্য অনেকেই যে সব বই বের করেন যেগুলো সুস্থ চিন্তা বিকাশের উপযোগী নয়। তাতে জ্ঞানের বিকাশ যেমন হয় না, আনন্দও পাওয়া যায় না। কিছু কিছু প্রকাশক আছেন যাঁরা জানান বই চলে না, বিক্রি হয় না। এক হাজার বই ছাপলে সারা বছরে পাঁচ শ' কপিও চলে না। বেশি চলে না এ কথা ঠিক হলেও প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি বই না-ই চলে তাহলে ব্যবসাটা চলছে কি করে? তাহলে কি বলতে হবে, এটা চলছে না তবে ওটা চলছে। অর্থাৎ কোনটা না কোনটা চলছে বলতে হবে। প্রকাশকরা বই বের করছেন ব্যবসা করার জন্য এটা আপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও তাঁরা যে সমাজে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করছেন সেটাও সবাই জানে। বই প্রকাশ ও বিপণনের মাধ্যমে তাঁরা জ্ঞান বিস্তারের কাজ করছেন। বইয়ের ব্যবসা খুবই সম্মানজনক ব্যবসা। তাঁরা বই তুলে দিচ্ছেন জ্ঞানপিপাসুদের হাতে, তরুণদের হাতে।

নিয়ামত হোসেন

সে জন্য বই প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁদের এই বিষয়গুলোও সব সময় বিবেচনায় থাকা দরকার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, সুস্থ সাহিত্য ও সংস্কৃতির বইসহ এমন সব বই তাঁদের বেশি বেশি করে প্রকাশ করা উচিত যেগুলো নবীন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে, অনুপ্রাণিত করবে; তাদের মন ও হৃদয়কে উন্নত করবে— তাদের অধিকতর জ্ঞানের জন্য তৃষ্ণার্ত করে তুলবে। এই কাজে প্রয়োজন অধিকতর পৃষ্ঠপোষকতা। কাগজের দাম যাতে কম থাকে, ছাপার অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের খরচ যাতে কমে যায় তার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া দরকার। কাগজসহ অন্যান্য উপকরণের দাম বেশি থাকলে বই বের হবে কম। প্রকাশিত বইয়ের দামও পড়বে বেশি। এ জন্য সে সব বইয়ের বিক্রিও হবে কম। একজন পাঠক মেলার স্টলগুলো ঘুরে দশটা বই পছন্দ করলেন। ধনী হলে তিনি সেগুলো হয়ত কিনতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে বা ছাত্রদের পক্ষে পাঁচটা বইও কেনা সম্ভব নয়! কোন পরিবারের কেউ গিয়ে নিজের এবং বাচ্চাদের জন্য বই কিনতে গেলে দশ-বারোটা বই পছন্দ হলেও দামের জন্য কেনা কঠিন হয়ে পড়ে। সাধ হবে, সাধ্য থাকবে না— অবস্থা অনেক সময় এমনই দাঁড়ায়। কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে সাধ বাড়াতে হবে, সাধ্যও যাতে বাড়ে সে জন্যও ব্যবস্থা থাকা দরকার। মেলায় বইয়ের দামে আরও বেশি ছাড় দেয়া যায় কিনা সেটাও এক্ষেত্রে বিবেচনা করা দরকার।

বই মানুষের হাতে যত বেশি যাবে ততই লাভ শুধু প্রকাশকের নয়, দেশেরও। দেশে বইয়ের ব্যবসা যত বেশি প্রসার লাভ করবে সেটা দেশের জন্য ভাল হবে। বই যাতে আরও বেশি করে বেশি বেশি মানুষের হাতে যায় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই আরও বেশি সচেষ্ট হতে হবে।

আমাদের সমাজের অপর একটা বাস্তবতার দিকে এ প্রসঙ্গে একটু তাকানো যাক। যেহেতু এখনও অনেক লোক নিরক্ষর এবং সাক্ষর মানুষের সংখ্যা অনেকখানি বাড়লেও আসলে বিপুলসংখ্যক মানুষের দিন, মাস এবং বছর অতিবাহিত হয় বই ম্যাগাজিন বা পত্রিকার সঙ্গ ছাড়াই। আমাদের অগণিত শিশু বড় হচ্ছে বই ছাড়া। অগণিত কিশোরের বইখাতা কলমের কোন প্রয়োজন হয় না। অগণিত মানুষ বই কেনে না; অগণিত মানুষ বই পড়তে ভালবাসলেও হাতের কাছে বই পায় না। আবার অনেক মানুষ নিয়মিত বই পড়তে চায়, মাঝে মাঝে কিনতেও চায়. তাদের সে সাধ পূর্ণ হওয়ার ভাল ব্যবস্থাও

পড়তে হচ্ছে। মুখস্থ করতে হচ্ছে। কোচিং করতে হ...
অভিভাবক বলছেন তাঁদের ছেলে বা মেয়ে ব্রিলিয়ান্ট
করছে। খুব ভাল ফল করছে, অর্থাৎ লেখাপড়ায় খুব এগিয়ে
এগুলো খুশির কথা, আনন্দের কথা। এদের অধিকাংশ পরী
করবে, ভাল চাকরি করবে, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, দে
ঘুরবে, দামী দামী জিনিসপত্র কিনবে। কিন্তু বড়ই দুঃ
নিজেদের বাড়িতে এদের অনেকেই একটা লাইব্রেরি গ
না। জ্ঞানের যে প্রয়োজন আছে এদের কোন বোধই
বিদ্যালয়ের পড়া শেষ জ্ঞানচর্চার সব কাজকর্ম খতম।
পড়লেই সব জ্ঞান আহরণ যদি সমাপ্ত হতো তাহলে স্যার
নিউটন বুড়ো বয়সে বলতেন না আমার সামনে যেন জ্ঞানে
আমি তো সেই সাগরে যাইইনি, তীরে দাঁড়িয়ে নুড়ি কুড়া
মহাজ্ঞানী সক্রেটিস নাকি বলেছিলেন : আমি যে জানি না
জানি।

অর্থাৎ জ্ঞানের শেষ নেই। জ্ঞান আহরণের ব্যাপারটা একটা
মতো। এই পিপাসা হয়ত কারও কারও ব্যক্তিগতভাবে
পারে। কিন্তু শিশুকালে এ পিপাসা শিশুদের তৈরি করে দি
সে জন্য প্রয়োজন বই, সে দায়িত্ব বড়দের অর্থাৎ অভিভ
স্কুলের শিক্ষকদের। অনেক স্কুলে লাইব্রেরি অর্থাৎ পাঠাগ
বলে শোনা যায়। তার জন্য বইপত্রও কেনা হয়। কিন্তু
স্কুলে লাইব্রেরি আছে কি? সে সব লাইব্রেরির কয়টিতে নি
কেনা হয়? ক'জন ছেলেমেয়ে সপ্তাহে বা মাসে ক'টা ব
থেকে নিয়ে পড়ে—এ হিসাব কি কেউ কখনও করেছে?
যদি অতটা গুরুত্ব পেত তাহলে এসব হিসাব অবশ্যই র
বা এগুলোর ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো। শিশু-বি
কত স্কুল এই রাজধানী নগরীতে। এগুলোতে কোন কোন
হয়ত অভাব থাকতে পারে তবে অনেকগুলোরই একটি
নেই সেটা নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে। সেটি শিশু-বি
জন্য পাঠাগার। সবই আছে, ঐ জিনিসটাই নেই! এ এ
ব্যাপার! স্কুলে ছেলেমেয়েরা বই নিয়ে পড়ে, সে জন্য স্কু
কারবার বই নিয়ে। বইয়ের ভাণ্ডার তো প্রতিটি স্কুলে অব
হবে। শুধু ক্লাসের বই পড়ে যে বহু কিছু শেখা যায় না
পাস করা অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অন্য কোন বই না
স্কুলের বই পড়ে স্কুল শেষ করে বেরিয়ে এসেছে এমন অনে
যারা এক লাইন শুদ্ধ করে ইংরেজী লেখা দূরের কথা,
বাংলায় একটা দরখাস্ত লিখতে গেলে একাধিক ভুল করে
জ্ঞানের কথা তো দূরের ব্যাপার!

এই নগরীতে বিরাট বিরাট এ্যাপার্টমেন্ট উঠেছে এবং
আবাসিক এলাকা হয়েছে। এক একটা স্থানে অগণিত ফ্ল
পরিবার বাস করে। দু'একটা স্থানে ব্যতিক্রম হলেও হ
কিন্তু দেখা যাবে এগুলোর অধিকাংশের সবই আছে,
জিনিস নেই— নেই কোন পাঠাগার। ঐসব আবাসিক এলা
ফ্ল্যাট কত পরিবার থাকে। প্রতিটি প্রতিবারের ছেলে বুড়ো
অনেক লোক। সবার প্রয়োজনের যাবতীয় সুবিধা অ
পাঠাগার অর্থাৎ লাইব্রেরি নেই। অর্থাৎ বইয়ের কারবার
একালে আমাদের বহু লোক পৃথিবীর বহু দেশে যাওয়া-আ
কাজ করতে গিয়ে থাকছে। এদের মধ্যে নানা জ
অভিজ্ঞতা। এঁদেরই কারও কারও মুখে শোনা যায়, ও
অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশে বই যে মানুষে
কতখানি তা বিভিন্ন ঘটনায় বোঝা যায়। কেউ হয়ত প
আছে কারও অপেক্ষায়। হাতে একটু সময় আছে। সেই য
থেকে একটি বই বের করে পড়তে শুরু করল। কোন দে
কোথাও লাইন দিয়েছে কোন কিছুর জন্য। লাইন ধীরে
ঐ অবস্থায় দেখা গেল কেউ একজন লাইনে দাঁড়ানো অব
বই বের করে পড়তে লেগেছেন। এমনও দেখা যায়, ব
বা ট্রেনের কোন যাত্রী ভেতরে মাথার উপরে ধরার রডটি
ধরে যাচ্ছেন, অপর হাতে তাঁর একটি বই খোলা। হয়ত
পড়াটা আরেকটু এগিয়ে নেয়া যাবে।

উন্নত দেশ, উন্নত সমাজ গড়তে গেলে বই ছাড়া চলে না,
পাঠাগার ছাড়া চলে না, বই সহজ লভ্য না হলে চলে না
আমাদের অগণিত ছেলেমেয়ে বই ছাড়া বড় হচ্ছে। অগণি
মাসের পর মাস বই ছাড়াই চলছে। বই ছাড়া যেমন নির
হয় না; সুস্থ সংস্কৃতিবান আলোকিত সমাজও গড়া যায় ন
প্রয়োজন আরও বেশি বইমেলা। আরও বেশি বই, পাড়া
মহল্লায় মহল্লায়, প্রত্যেক আবাসিক এলাকায় পাঠাগার।
সবার হাতে বই, শিশু-কিশোরদের হাতে হাতে বই। এ
যুগ। জ্ঞান অর্জনের প্রতিযোগিতার যুগ। জ্ঞানের প্রধান ব
এই বই ছাড়াই যদি আমরা চলি তাহলে দুনিয়ায় আমরা এ